দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ · 06 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংস্কার প্রয়োজন দুর্যোগপীড়িত অবকাঠামোর

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ফলে দুর্যোগপূর্ণ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ৪৭ শতাংশ শ্রেণিকক্ষ ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। একই কারণে সৃষ্ট আরো কিছু সমস্যায় ওইসব এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠদানও ব্যাহত হয়। এই তথ্য জানাইয়াছে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এবং জাতিসংঘের বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। ১২ ধরনের দুর্যোগ বিবেচনায় লইয়া দেশের ১৮টি উপজেলার ১,৮০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় বলা হইয়াছে, উপকূলের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম এবং সম্পদের ক্ষতি হয়। এই কারণে বেশ কিছুদিন এগুলোতে পাঠদান ব্যাহত হয়।

দুর্যোগের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাইবার রাস্তাঘাটের ৮০ শতাংশ নষ্ট হইবার কারণে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়াটাই বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়। এই কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি হ্রাস পাওয়াটা শিক্ষার আলোর বিস্তারের জন্য ভালো কথা নহে। তবে সমস্যা কেবল এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ নহে। দুর্যোগের ফলে যেহেতু ৪৭ শতাংশ শ্রেণিকক্ষ অনুপযোগী হয়, সেই হেতু যাহারা-বা কষ্ট-ক্লেশে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, তাহাদের শিক্ষাও স্কুলের অবকাঠামোগত সমস্যার জন্য ব্যাহত হইয়া থাকে। গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য টিআর, কাবিখার খাদ্যশস্য ও নগদ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সমীক্ষাকৃত এই ১৮টি উপজেলার বাহিরেও আরো উপজেলা রহিয়াছে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করিতেছে। এই সব অঞ্চলে অবকাঠামো সংস্কারের জন্য নিশ্চয়ই ওই সকল বরাদ্দ দেওয়া হয়। সেই বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় যদি কম হয় কিংবা বরাদ্দ থাকিবার পরও যদি দুর্নীতির কারণে অবকাঠামোর সংস্করণ না ঘটে, তবে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। একটি গবেষণাপত্রের তথ্যানুযায়ী বিশ্বে ২০৫০ সাল নাগাদ ৪৫ জনের মধ্যে ১ জন জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হইবে। তথ্যটি এই কারণে ভয়ঙ্কর যে, বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনে অন্যতম ক্ষতির শিকার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ রহিয়াছে প্রথম সারিতে। আবার বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এবং কিছু দুর্যোগপীড়িত জেলা জলবায়ু পরিবর্তনের রোষের শিকার হইতেছে সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ৫৭টি নদী প্রবাহ ছাড়াও দেশটির দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগরের অবস্থানের কারণে বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব এই অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই প্রকটভাবে অনুভূত হইবে। তাহাতে কিছু বিশেষ অঞ্চল নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগে পীড়িত হইবার সমূহ আশঙ্কা রহিয়াছে।

সব মিলাইয়া, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট সমস্যায় বিদ্যাশিক্ষা সমেত জীবন-জীবিকা নির্বাহ কঠিন হইয়া পড়িবে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায়, যাহা দিন দিন আরো প্রকট হইতেছে। যেসব অঞ্চল এই সমস্যায় দীর্ণ, তাহাদের জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কারণ, অবকাঠামো সৃষ্টিই কেবল উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখিবার উপায় নহে, সেই অবকাঠামোকে ব্যবহারযোগ্য রাখিতে নিয়মিত সংস্কার করাও প্রয়োজন। তাহার ব্যত্যয়ে একটি উপযুক্ত অবকাঠামোও দুর্যোগ-পীড়নে কিছুদিনের মধ্যে কেবল ইট-নুড়ি-বালির জঞ্জালে পরিণত হইতে পারে।